দৈনিক ইত্তেফাক

29

তারিখ 2 0 JAN 1996
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ১

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে পোষ্য কোটায় ভর্তিতে অনিয়ম

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা ।। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগে পোষ্য কোটায় ছাত্র-ছাত্রী ভর্তিতে অনিয়ম হইতেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে এযাবৎ বিভিন্ন বিভাগে

(২য় পৃঃ ৫-এর কঃ দ্রঃ)

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে

(১ম পৃঃ পর)

মোট ৪৬ জনকে ভর্তি করা হইয়াছে। ১৯৯১-৯২ শিক্ষাবর্ষে ১২ জন, '৯২-৯৩ শিক্ষাবর্ষে ১২ জন, '৯৩-৯৪ শিক্ষাবর্ষে ৯ জন এবং '৯৪-৯৫ শিক্ষাবর্ষে ১৩ জনকে ভর্তি করা হয়। ইহাছাড়া নিয়ম বহির্ভুতভাবে ১৫ জনকে ভর্তি করা হইয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক শাখা হইতে এসকল তথ্য জানা যায়।

উল্লেখ্য, পোষ্য কোটায় ভর্তির জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রচলিত শর্তসমূহ পুরণসাপেক্ষে ভর্তি পরীক্ষায় শতকরা ৩০ নম্বর পাওয়ার বিধান থাকিলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাহা পালন করা হইতেছে না।

জানা যায়, ভর্তি কমিটির সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত মোতাবেক প্রয়োজনীয় যোগ্যতা ব্যতীত ১৯৯১-৯২ শিক্ষা বর্ষে ২ জন এবং ১৯৯২-৯৩ শিক্ষাবর্ষে ৬ জনকে ভর্তি করা হয়। ইহাছাড়া ১৯৯৪-৯৫ শিক্ষা বর্ষে বিভিন্ন বিভাগে নিয়ম বহির্ভুতভাবে ৬ জনকে ভর্তি করা হয়। উল্লেখ্য, পোষ্য কোটায় ভর্তিকৃত এসকল ছাত্র/ছাত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন প্রশাসনিক দায়িত্বে নিয়োজিত প্রভাবশালী শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীর নিকটাত্মীয় বলিয়া জানা যায়।

পোষ্য কোটায় ভর্তির ক্ষেত্রে ইসলামের ইতিহাস বিভাগে সবচেয়ে বেশী অনিয়ম হইয়াছে। অভিযোগে প্রকাশ, এই বিভাগের জনৈক শিক্ষক তাহার নিজ পোষ্য ভর্তির বিষয়টি গোপন রাখিয়া গত দুইটি শিক্ষাবর্ষের ভর্তি কার্যক্রমে অংশ লইয়া প্রায় দশ হাজার টাকা উত্তোলন করিয়াছেন। যাহা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রচলিত নিয়মের পরিপন্থী।

এদিকে গত ১লা জানুয়ারী হইতে চলতি শিক্ষাবর্ষের ভর্তি কার্যক্রম শুরু হইয়াছে। ইতিমধ্যে শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারিগণ তাহাদের পোষ্য ভর্তির ব্যাপারে লবিং শুরু করিয়াছেন।